

দাইয়্যুস

সমাজের নীরব মহামারি

আব্দুল্লাহ আল মামুন

“দাইয়্যুসের জন্য জালাত হারাম”^১

১. মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস ৩৬৫৫

সূচিপত্র

অবতরণিকা.....	৯
দাইয়্যুস কাকে বলে?	১১
ইসলামের দৃষ্টিতে দাইয়্যুসের সংজ্ঞার্থ : পরিচিতি, পরিণতি এবং কর্তব্য	১৪
মনীষীদের দৃষ্টিতে দাইয়্যুস.....	১৬
দাইয়্যুসের পরিচিতি ও প্রকারভেদ	২৫
দাইয়্যুসের প্রকারভেদ	২৭
দাইয়্যুসের পরিণতি	৩৮
দায়িত্বশীলতা	৪৪
পরিবারের দায়িত্ব	৪৬
সংস্কার ও কর্তব্য.....	৫৬
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দাইয়্যুসপনা কীভাবে গড়ে ওঠে?	৬২
অশ্লীলতার প্রসার ও শাস্তি.....	৭৬
গাইরত	৯০
আত্মমর্যাদাবোধের একটি ঘটনা.....	৯৪
পরকীয়া	১০৪
ইসলামে পরকীয়া ও জিনার শাস্তি	১২৭

নারীর পোশাক ও পর্দা	১৩২
নারীর রূপচর্চার বিধান	১৩৯
উপসংহার	১৪৭
পাঠকের জন্য	১৫১
লেখকের শেষ বার্তা	১৫২



অবতরণিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি ব্যভিচার, অন্যায়-অশ্লীলতা, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা ও পাপাচারকে চিরতরে হারাম করেছেন। দরুদ, সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক নিষ্কলুষ, অনুপম ও মহান চরিত্রের অধিকারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি, যিনি দাইয়ুসদের সতর্ক করেছেন। সর্বোপরি শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সকল মানুষের প্রতি।

মানুষের জীবন শুধু তার নিজের নয়, বরং তার দায়বদ্ধতা রয়েছে পরিবার ও সমাজের প্রতিও। আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, পবিত্রতা রক্ষা এবং ইজ্জত-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। ইসলামের আলোকে পরিবার হলো মানবসমাজের ভিত্তি, আর পরিবারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সভ্যতার স্থায়িত্ব ও ধ্বংসের উপাদান। যখন পরিবারে বিশ্বস্ততা, লজ্জাশীলতা ও দায়িত্ববোধ অটুট থাকে, তখন সমাজ ঠিক থাকে। আর যখন এই ভিত্তি ভেঙে যায়, তখন গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।

এই ধ্বংসের অন্যতম এক উপাদানের নাম হলো “দাইয়ুসি”। ইসলামের পরিভাষায় “দাইয়ুস” সেই ব্যক্তি, যে নিজ পরিবারের নারীদের বেহায়াপনা, অশ্লীলতার মতো পাপাচারে লিপ্ত হতে দেখেও চুপ থাকে, বাধা দেয় না; বরং কখনো কখনো তাতে উৎসাহেরও জোগান দেয়। নবি কারিম ﷺ দাইয়ুসকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করেছেন এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃসংবাদও জানিয়েছেন। কেননা দাইয়ুস নিজে যেমন পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে তেমনি পরিবারকেও পথভ্রষ্ট বানায়, সমাজে পচন ধরায় আর গোটা জাতিকে ঠেলে দেয় আল্লাহর গজবের দিকে! দাইয়ুসির ভয়াবহতা শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। যারা স্ত্রীর পর্দাহীনতায় আনন্দ পায়, যে বাবারা মেয়ের উন্মুক্ত চলাফেরায় গর্ব করে, যারা ভাই-বোনের উচ্ছৃঙ্খল মেলামেশাকে আধুনিকতা মনে করে—তারা প্রত্যেকেই সমাজের ভেতর প্রাণঘাতী এক বিষ ঢেলে দিচ্ছে। তাই হাদিসে এসেছে আল্লাহ তাআলা তিন প্রকার মানুষের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন, তার অন্যতম হলো “দাইয়ুস”।

আজকের দুনিয়ায় দাইয়ুসির ব্যাপ্তি আরও ভয়াবহ। আগে যেখানে এটি ছিল সীমিত পরিসরে, আজ তা ঘরে ঘরে। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামী নিজ স্ত্রীর ছবি প্রকাশ করে গর্ব করে বেড়ায়, পিতা আপন মেয়েকে মডেল বানিয়ে অর্থ উপার্জন করে, ভাই নিজ বোনের বেপারী চলাফেরায় আধুনিকতা ভেবে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। আজ টেলিভিশন, নাটক, সিনেমা, গান সবখানেই দাইয়ুসপনাকে স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে। মানুষ মনে করছে এটিই স্বাধীনতা, সভ্যতা আর প্রগতির একমাত্র নিদর্শন; অথচ এগুলো যে সর্বগ্রাসী ফিতনা, যা আমাদের সুন্দর সমাজকে আগুনের মতো গ্রাস করে ফেলছে—সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারছে না।

দাইয়ুস কেন জাহান্নামি—সেই উত্তর পাওয়া যায় দাইয়ুসের সীমালঙ্ঘনের পরিমাণ দেখলেই। সে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতাকে হালকা করে তোলে, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারকে করে তোলে স্বাভাবিক। অথচ লজ্জা-শরম হলো ইসলাম ও মুসলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে অশ্লীলতার প্রচারক হয়ে শুধু নিজ পরিবার নয়, অন্যদের মনেও ফিতনার জন্ম দেয়! এই মহামারি যদি রোধ না করা যায়, তবে ভবিষ্যতে পরিবারব্যবস্থা ভেঙে যাবে, বিবাহপ্রথা ভঙ্গুর হয়ে পড়বে, সন্তান জন্ম নেবে বেহায়া সংস্কৃতির কোলে। তখন অপরাধ, ধর্ষণ, ব্যভিচার ও অরাজকতা বৃদ্ধি পাবে। সমাজ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা হারিয়ে যাবে চিরতরে। কুরআন ও হাদিস আমাদের সতর্ক করেছে, পরিস্থিতি এই পর্যায় গড়ালে পৃথিবীতে আল্লাহর গজব নেমে আসবে।

এই বইয়ে তাই আমরা আলোচনা করব “দাইয়ুস” কারা, কেন তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে, কুরআন ও সুন্নাহে তাদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে, এই যুগে দাইয়ুসপনা কীভাবে বাড়ছে, কীভাবে পরিবার ও সমাজকে এ মহামারি থেকে রক্ষা করা যায়। আমরা তুলে ধরব স্বামীর হক, নারীর জন্য পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ইসলামি সমাজব্যবস্থার সুরক্ষাপদ্ধতি এবং ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা। এই ভূমিকার উদ্দেশ্য পাঠককে গভীরভাবে এই উপলব্ধি জাগানো যে, দাইয়ুসপনা কোনো হালকা বিষয় নয়, এটি এমন এক ভয়ংকর ব্যাধি, যা মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো পরিবারকে রক্ষা করা, ইজ্জত-আব্রুকে সুরক্ষিত রাখা এবং সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখা। দাইয়ুসপনা রোধ করা মানে শুধু একজন মানুষকে বাঁচানো নয়, বরং গোটা সমাজকে আল্লাহর গজব থেকে মুক্তি দেওয়া। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা আমাদের হেফাজত করুন।



দাইয়ুস কাকে বলে?

দাইয়ুস (دَيُّوس) কাকে বলে?

‘দাইয়ুস’ (د-ي-ث) ধাতুমূল থেকে উদ্ভাবিত একটি শব্দ। পরিভাষায় ‘দাইয়ুস’ (دَيُّوس) দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে ব্যক্তি নিজ পরিবার ও স্ত্রীর অশালীন চালচলন সম্পর্কে উদাসীন থাকে, তাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে থাকে। আরও স্পষ্টভাবে বললে, দাইয়ুস মানে এমন চরিত্রহীন পুরুষকে বোঝায় যার মধ্যে নিজ পরিবারের নারী সদস্য ও স্ত্রীর নিরাপত্তা দানের ন্যূনতম আত্মমর্যাদাবোধ থাকে না।

নবি কারিম ﷺ বলেন,

الدَّيُّوسُ الَّذِي يُقَرُّ فِي أَهْلِهِ الْحَبَثُ

‘যে তার পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারকে বহাল রাখে
(মেনে নেয় বা প্রশ্রয় দেয়) সে দাইয়ুস।’^১

উপরিউক্ত হাদিসের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। এখানে মূল হলো অশ্লীলতা। যে তার নিজ ঘরে ইসলামি অনুশাসনে শিথিলতা করে, নারীদের বেপর্দা চলাফেরায় আপত্তি মনে করে না, পর্দা করতে বলে না, ঘরে সিনেমা, গান-বাজনা দিবি চলে, কোনো প্রতিবাদও করে না; যে এই সকল শরীয়াহবিরোধী কাজকে নিঃশর্তে মেনে নেয়, সে-ই হলো ‘দাইয়ুস’। আর ‘ব্যভিচার’ হলো এর অন্যতম একটি কুকর্ম।

আমাদের সমাজের কতিপয় বয়স্ক পাঁচওয়াক্ত নামাজি লোক আছে, যাদের স্ত্রী ও মেয়েরা রাস্তাঘাটে বের হয় বেপর্দা হয়ে! কিন্তু তারা এর জন্য কোনো পদক্ষেপ

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং: ৫৩৭২

নেয় না বা ভ্রক্ষেপই করে না। এই ত্রুটির কারণে বিচারের দিন তাদের দাইয়ুস হয়ে যেতে হবে জাহান্নামে। কুরআনের একটা আয়াতের কথা মনে পড়ে গেল—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

‘আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।’^১

অর্থাৎ—হাশরে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা এমন কিছু মানুষকে ওঠাবেন, যারা বাহ্যিক দেখতে আমলদার মানুষ ছিলেন। তবুও তাকে আল্লাহ জাহান্নামে দেবেন! কারণ তাদের মধ্যে মুনাফেকি ও দাইয়ুসপনা ছিল চরম মাত্রায়। দুঃখজনক হলো কতিপয় হাজি সাহেবকে দেখি যিনি মক্কা থেকে হজ্ব করে এসেছেন। সামনের কাতারে বসে নামাজ আদায় করেন। কেউ পাগড়িও বাঁধেন, দান সদকাও করেন বেশ। তার এই আল্লাহভীরু রূপের পেছনে আরেকটা রূপ আছে। তা হলো, তার মেয়েটা মডেল, সিনেমার নায়িকা, ছেলেটা ড্যান্স মাস্টার, স্ত্রী সেজেগুজে বেপর্দা শপিংয়ে ব্যস্ত, ছেলের বউ অর্ধ উলঙ্গ হয়ে স্টেজ মাতায়, তবুও হাজি সাহেবের আত্মমর্যাদাবোধ জাগে না। হারাম কর্মকাণ্ডকে হারাম মনে হয় না। ইয়া রব! এই ধরনের দ্বিমুখী রূপ থেকে আপনি আমাদের সমাজকে রক্ষা করুন!

আমাদের সমাজের কতক পুরুষের স্বাভাবিক একটা চিত্র কী জানেন?

তাদের অনেককেই দেখা যায়, তারা নিজেদের স্ত্রীর ছবি অনলাইনে প্রদর্শন করে। নিজেদের স্ত্রীকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাবলিক স্পেসে নিয়ে যায়, পর-পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য যেখানে সেখানে পাঠায়; এরাই ‘দাইয়ুস’। অনেকে হিজাব নিকাব পরিয়ে স্ত্রীকে মার্কেটে নিয়ে যায়, ভালো কথা; কিন্তু ভেতরের অবয়ব প্রকাশিত হয়ে পড়লে সেই হিজাব পরার কী অর্থ থাকে? উল্টো এতে করে অগণিত কিশোর-তরুণ কামুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হাদিসের ভাষ্যমতে ওই

১. সূরা বাকারা, আয়াত : ৮

স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই দাইয়ুস! তাওবা না করলে দুজনেই জাহান্নামী!
(নাউজুবিল্লাহ)

হাদিসে বর্ণিত আছে—

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا الذَّيُّوْتُ وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ وَمُذْمِنُ
الْخُمْرِ

আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা.) বলেন, নবি কারিম ﷺ বলেছেন, তিন
শ্রেণির মানুষ কখনো জান্নাতে যাবে না:

- (১) দাইয়ুস
- (২) পুরুষের বেশধারী নারী।
- (৩) মদখোরা।



মনীষীদের দৃষ্টিতে দাইয়ুস

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাবের ফিকহি গ্রন্থসমূহে ‘দাইয়ুস’-এর সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—যে ব্যক্তি তার পরিবার, স্ত্রী বা অধীন নারীদের বেহায়া কাজে জড়াতে দেয় বা গোপনে খারাপ কাজে উৎসাহ দেয়, সে-ই দাইয়ুস।

হানাফি মাজহাব মতে—দাইয়ুস বড় গুনাহগার। হানাফি ফিকহে দাইয়ুসকে কবিরাহ গুনাহকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ, সে নিজের ঘরে অশ্লীলতা, ব্যভিচার বা হারাম সম্পর্ককে প্রশ্রয় দেয় এবং তার মধ্যে ঈমানের ঘাটতি প্রকাশ পায়।

দাইয়ুসের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য: ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার মতাদর্শী ইমামদের মত অনুযায়ী, চরিত্রহীনের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাক্ষ্যের জন্য ন্যায্যপরায়ণ হওয়া, ধর্মীয় সততা ও নৈতিকতা শর্ত। আর চরিত্রহীন সেই নৈতিকতার বাইরে। হানাফি ফকিহগণ উল্লেখ করেছেন, চরিত্রহীনের কাজের প্রতি ঘৃণা রাখা ঈমানের দাবি। তবে তার কাজকে সরাসরি কুফরি বলা হয়নি, বরং কবিরাহ গুনাহ বলা হয়েছে।

অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি মাযহাবে দাইয়ুসকে বড় গুনাহগার, ফাসিক এবং সমাজে অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) গুনাহ যে গাইরতকে ধ্বংস করে দেয় সেই প্রসঙ্গে বলেন,

“অনেকেই আছে অশ্লীলতাকে খারাপই মনে করে না; শুধু তাই নয়, এরা অশ্লীলতা ও অন্যায়কে অন্যের দৃষ্টিতে ভালো কাজ হিসেবে উপস্থাপন করে, তা আকর্ষণীয় বানিয়ে তোলে, এর দিকে মানুষকে ডাকে, উৎসাহিত করে এবং তা বাস্তবায়নে সাহায্যও করে।



ইসলামে পরকীয়া ও জিনার শাস্তি

ইসলাম মানবজাতির বংশমর্যাদা, পারিবারিক পবিত্রতা ও সমাজের চারিত্রিক সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এজন্য ইসলামে জিনা ও পরকীয়াকে অন্যতম মারাত্মক কবিরা গুনাহ ও জঘন্য সামাজিক অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না; নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।”^১

ব্যভিচারের প্রকারভেদ ও পার্শ্ব শাস্তি

ইসলামি আইনশাস্ত্রে অপরাধীর বৈবাহিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ব্যভিচারের শাস্তি দুই ভাগে বিভক্ত:

ক. অবিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচার:

অপরাধী যদি অবিবাহিত হয়, তবে পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী তার শাস্তি হলো ১০০টি বেত্রাঘাত এবং সুন্নাহ অনুযায়ী প্রয়োজনে এক বছরের জন্য নির্বাসন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

^১. সূরা ইসরা, আয়াত : ৩২

“ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ—তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে—যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।”^১

উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেন:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

“আমার কাছ থেকে বিধান গ্রহণ করো! আমার কাছ থেকে জেনে নাও! আল্লাহ নারীদের (স্বায়ী শাস্তির) পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন: অবিবাহিত পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। আর বিবাহিত পুরুষ-নারীর ক্ষেত্রে ১০০ বেত্রাঘাত ও রজম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড)।”^{২, ৩}

খ. বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচার বা পরকীয়া

ব্যভিচারকারী যদি বিবাহিত হয় (অর্থাৎ পূর্বে বা বর্তমানে বৈধ বিবাহের অভিজ্ঞতা রয়েছে), তবে তার শাস্তি হলো ‘রজম’ তথা জনসমক্ষে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান। নবীজী ﷺ-এর যুগ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী যুগের সকল বিজ্ঞ ফকীহ ও আলেমের সর্বসম্মত ইজমা অনুযায়ী বিবাহিতের জন্য রজমের শাস্তি অপরিবর্তিত রয়েছে।

গ. একজনের বিবাহিত ও অপরজনের অবিবাহিত হওয়ার বিধান:

ব্যভিচারকারী যুগলের একজন বিবাহিত এবং অপরজন অবিবাহিত হলে, যার যার অপরাধ ও অবস্থা অনুযায়ী পৃথক শাস্তি কার্যকর হবে। অর্থাৎ, অবিবাহিতজনকে ১০০ বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর করা হবে এবং বিবাহিতজনকে রজম করা হবে।

১. সূরা আন-নূর, আয়াত : ২

২. সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৬৯০

৩. পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের চূড়ান্ত আমল অনুযায়ী বিবাহিতদের ক্ষেত্রে কেবল ‘রজম’-এর বিধানই কার্যকর ছিল।



লেখকের শেষ বার্তা

(পাঠকের উদ্দেশে)

প্রিয় পাঠক, এই বইটি আমি কেবল সমস্যার নিন্দা করার জন্য লিখিনি, বরং আপনাদের ভেতরে পরিবর্তনের উদ্দীপনা জাগাতে লিখেছি। যদি প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন মানুষও নিজের জীবনে পরিবর্তন আনে, যদি প্রতিটি পাড়ায়-মহল্লায়, মসজিদে সচেতন একদল মানুষ তৈরি হয়; আর যদি প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে দৈনন্দিন আচরণে প্রতিফলিত হয়, তবেই আমাদের দেশ বদলে যাবে। মনে রাখবেন, বড় কোনো বিপ্লব হুট করে আকাশ থেকে পড়ে না; প্রতিটি বড় পরিবর্তনের সূচনা হয় ছোট ছোট কিছু সঠিক সিদ্ধান্ত থেকে। আজই নিজের কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করুন—

চোখকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। সম্ভানকে পর্দা, লজ্জা এবং আত্মমর্যাদাবোধ (গাইরত) শেখাবেন। কাউকে কখনো জনসমক্ষে লজ্জায় ফেলবেন না, অপমান করবেন না। বিনয়-নম্রতা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যদি ভুল হয়েই যায়, তবে নিরাশ না হয়ে তৎক্ষণাৎ সঠিক পথে ফিরে আসবেন, ইসলামে এই ফিরে আসাকেই বলে তাওবা।

আমার বিনীত অনুরোধ...

পাঠক, বইটি পড়া শেষ করে কেবল মস্তিষ্কে ধারণ করবেন না, বরং আজ থেকেই বাস্তবমুখী ছোট কয়েকটি কাজ শুরু করুন—

১. রাতে অহেতুক ফোন স্ক্রলিং কমিয়ে দিন।
 ২. পরিবারের সদস্যদের সাথে দ্বিনি ও নৈতিক বিষয়ে আলোচনা করুন।
 ৩. মাদ্রাসার পাশাপাশি স্কুল বা কলেজে ছোটখাটো ধর্মীয় আলোচনার উদ্যোগ নিন।
- পরিবর্তনের এই পথচলা শুরু হোক আজ, এখন থেকেই। কারণ,

“বইটি কেবল জানার জন্য নয়, জীবন বদলে দেওয়ার জন্য। পরিবর্তন শুরু হোক আপনার নিজের ঘর থেকেই।”